ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মাতৃভক্তিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া প্রভু প্রতি-বৎসর জগদানন্দ-পণ্ডিতকে প্রসাদী বস্ত্র ও মিষ্টান্ন দিয়া শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইতেন। জগদানন্দ সেইরূপ একবৎসর নবদ্বীপ গিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের লিখিত তর্জ্জাপ্রহেলী লইয়া আসিলেন। তাহা পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর দশা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ভক্তগণ বিচার করিতে লাগিলেন যে, 'মহাপ্রভু বুঝি শীঘ্রই অপ্রকট হইবেন'; (প্রভুর অবস্থা) এমন হইল যে, রাত্রিতে মুখঘর্ষণ করায় প্রভুর ক্ষতাঙ্গে রক্তপাত হইতে লাগিল। স্বরূপ-গোস্বামী তন্নিবারণার্থ শঙ্কর-পণ্ডিতকে প্রভুর গৃহে শয়ন করাইলেন। কোন সময়ে বৈশাখ-পূর্ণিমা-রাত্রিতে শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক নানাভাব প্রকাশ করিতে করিতে অশোক-বৃক্ষের তলে হঠাৎ কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন; তাহাতে তিনি কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উন্মত্ত হইয়া ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

মাতৃরূপি-ভক্তে অতুল স্নেহময় এবং জগন্নাথবল্লভোদ্যানে মহাভাবাবিষ্ট প্রভুর বন্দনা ঃ—

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিম্ ।
প্রলপ্য মুখসংঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ ঃ—

এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ।
উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে ॥ ৩ ॥

পণ্ডিত জগদানন্দের গুণ ঃ—

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত-জগদানন্দ ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥ ৪ ॥

প্রতিবর্ষের ন্যায় সেইবারও প্রভুকর্ত্তৃক নবদ্বীপে স্বীয় মাতৃসমীপে অতুল বাৎসল্যোক্তি-জ্ঞাপনার্থ পণ্ডিত প্রেরিত ঃ—

প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে ।
বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি' জননী আশ্বাসিতে ॥ ৫ ॥

"নদীয়া চলহ, মাতারে কহিহ নমস্কার ।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥ ৬ ॥

কহিহ তাঁহারে,—তুমি করহ স্মরণ ।
নিত্য আসি' তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥ ৭ ॥

যে-দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন ।
সে-দিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ ॥ ৮ ॥

তোমার সেবা ছাড়ি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস ।
'বাউল' হঞা আমি কৈলুঁ ধর্ম্মনাশ ॥ ৯ ॥

ভক্তবৎসল ভগবানেরও ভক্তসেবায় আপনাকে অযোগ্য-জ্ঞানে দৈন্যোক্তি ও ক্ষমা-যাচ্ঞা ঃ—

এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার ।
তোমার অধীন আমি—পুত্র সে তোমার ॥ ১০ ॥

শচীদেবীর আদেশেই প্রভুর পুরী-বাস ঃ—

নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে ।
যাবৎ জীব, তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ॥" ১১ ॥

পরমানন্দপুরীর অনুরোধে শচীদেবীকে নবদ্বীপে বস্ত্র ও প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

গোপ-লীলায় পাইলা যেই প্রসাদ-বসনে ।
মাতারে পাঠান তাহা পুরীর বচনে ॥ ১২ ॥

জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে ।
মাতারে পৃথক্ পাঠান, আর ভক্তগণে ॥ ১৩ ॥

অপ্রাকৃত বাৎসল্য-প্রেমবশ ভগবান্ ঃ—

মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি ।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥ ১৪ ॥

পণ্ডিতের নবদ্বীপে গিয়া শচীদেবীকে প্রভুপ্রদত্ত সন্দেশাদি-প্রদান ঃ—

জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা ।
প্রভুর যত নিবেদন, সকল কহিলা ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি—মাতৃভক্ত-শিরোমণি এবং প্রলাপ করিতে করিতে গৃহ-ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ করিয়াছিলেন এবং যিনি কৃষ্ণপ্রেমলালসা-প্রদর্শনার্থ জগন্নাথবল্লভরূপ মধূদ্যানে লীলা করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। মুখসঙ্ঘর্ষী (মুখং সঙ্ঘর্ষয়িতুং শীলং যস্য সঃ) যঃ (কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) প্রলপ্য (প্রলাপবচনাদিকম্ উচ্চার্য্য) মধূদ্যানে (জগন্নাথবল্লভাখ্যে বাসন্তিকবিহারকাননে) ললাস (বিলসিতবান্), তং মাতৃভক্তশিরোমণিং (মাতৃভক্তেষু শিরোমণিঃ তং মস্তকভূষণং পরম-শ্রেষ্ঠং কৃষ্ণচৈতন্যম্) অহং বন্দে।

১২। শ্রীজগন্নাথদেবের গোপবেশ-সম্বন্ধীয় প্রসাদ-বস্ত্র।

১৪। মাতার প্রদত্ত, লালিত ও পুষ্ট জড়-শরীর ধারণ করিয়া উহা কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত করিলেই হরিভজনদ্বারা শুদ্ধভাবে অতি উত্তম মাতৃসেবাই হয়।

নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে অবস্থানান্তে বিদায়-যাচ্ঞা ঃ—

আচার্য্যাদি-ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতা-ঠাঞি আজ্ঞা লইলা মাসেক রহিয়া ॥ ১৬ ॥
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিলা।
আচার্য্য-গোসাঞি প্রভুরে সন্দেশ কহিলা ॥ ১৭ ॥

পণ্ডিতদ্বারে মহাপ্রভুর নিকট শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রহেলিকা-প্রেরণ ঃ—

তরজা-প্রহেলী আচার্য্য কহেন ঠারে-ঠোরে।
প্রভুমাত্র বুঝেন, কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ১৮ ॥
"প্রভুরে কহিহ আমার কোটী নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥ ১৯ ॥

মহাপ্রভুর অবতারোদ্দেশ্য-সিদ্ধি এবং লীলা-সঙ্গোপনার্থ ইঙ্গিত ঃ—

বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল ॥ ২০ ॥
বাউলকে কহিহ,—কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥" ২১ ॥

তচ্ছ্রবণে জগদানন্দের হাস্য ও পুরীতে আসিয়া প্রভুকে তদ্বর্ণন ঃ—

এত শুনি' জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি' তবে প্রভুরে কহিলা ॥ ২২ ॥

তচ্ছ্রবণে প্রভুর হাস্য ও তূষ্ণীম্ভাব ঃ—

তরজা শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
"তাঁর যেই আজ্ঞা"—বলি' মৌন ধরিলা ॥ ২৩ ॥

শ্রীস্বরূপকর্ত্তৃক অর্থ-জিজ্ঞাসা ঃ—

জানিয়া স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে পুছিল।
"এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥" ২৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক প্রহেলিকার ব্যাখ্যা-সঙ্কেত ঃ—

প্রভু কহেন,—'আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥ ২৫ ॥
উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন।
পূজা লাগি' কতকাল করেন নিরোধন ॥ ২৬ ॥
পূজা-নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করেন বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ, কিবা তাঁর মন ॥ ২৭ ॥

মহাযোগৈশ্বর্য্যশালী অদ্বৈতপ্রভু ঃ—

মহাযোগেশ্বর আচার্য্য—তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥" ২৮ ॥

ভক্তগণের বিস্ময়, স্বরূপের বিমর্ষ ঃ—

শুনিয়া বিস্মিত হইলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ-গোসাঞি কিছু হইলা বিমন ॥ ২৯ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-দশা বৃদ্ধি ঃ—

সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল।
কৃষ্ণের বিরহ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥ ৩০ ॥
উন্মাদ-প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি-দিনে।
রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥ ৩১ ॥

প্রভুর উদ্ঘূর্ণা ও প্রলাপ ঃ—

আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন।
উদ্ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ-লক্ষণ ॥ ৩২ ॥
রামানন্দের গলা ধরি' করেন প্রলাপন।
স্বরূপে পুছেন জানি' নিজ-সখীগণ ॥ ৩৩ ॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখারে রাধিকা পুছিলা।
সেই শ্লোক পড়ি' প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা (চিত্রজল্প) ঃ—

ললিতমাধবে (৩।২৫) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রসরাসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হা ধিগ্বিধিম্ ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০-২১। (শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পণ্ডিত-জগদানন্দকে দিয়া এই বলিয়া পাঠাইলেন,—) মহাপ্রভুকে কহিও যে, লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল-বিক্রয়ের স্থল নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল আর সাংসারিক-কার্য্যে নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, প্রেমোন্মত্ত হইয়াই অদ্বৈত একথা কহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর আবির্ভাব হইবার যে তাৎপর্য্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইল, এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।

২৬। আবাহন—পূজা করিবার পূর্ব্বে দেবতাকে আহ্বান, নিরোধন—যে-কাল পর্য্যন্ত পূজা হইতে থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত দেবতাকে রাখা।

২৭। বিসর্জ্জন—পূজা সমাপ্তি হইলে দেবতাকে স্থানান্তর-করণ।

৩৫। হে সখি, সেই নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? সেই শিখিচন্দ্র-

অনুভাষ্য

২০। পাঠান্তরে,—'বাউলকে কহিও, লোক হইল আউল।' আউল-শব্দে আতুর অর্থাৎ প্রেমপূর্ণ। কেহ কেহ উহার 'শিথিল', 'অসংলগ্ন' অর্থও করেন ; আউল-শব্দে 'নিষ্কিঞ্চন', 'আর্ত্ত' ও 'আতুর' প্রভৃতিও বুঝায়।

২১। 'কাযে নাহিক আউল'—কেহ ব্যাখ্যা করেন, প্রেম-প্রচার-কার্য্যে আর উচ্ছৃঙ্খলতা নাই।

৩৫। হে সখি (বিশাখে,) নন্দকুলচন্দ্রমাঃ (নন্দয়তি ইতি

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণবিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার ব্রজবাসি-জীবন কৃষ্ণের গুণ-বর্ণন ঃ—

যথা রাগ—

"ব্রজেন্দ্রকুল—দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ—তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি' কৈলা জগৎ উজোর ।
কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জিয়ে,
ব্রজ-জনের নয়ন-চকোর ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণদর্শন-তৃষ্ণার্ত্তা শ্রীরাধা ঃ—

সখি হে, কোথা কৃষ্ণ, করাহ দরশন ।
ক্ষণেকে যাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাহ, না রহে জীবন ॥ ৩৭ ॥ ধ্রু ॥

গোপীপ্রাণধন কৃষ্ণচন্দ্র ঃ—

এই ব্রজের রমণী, কামার্কতপ্ত-কুমুদিনী,
নিজ-করামৃত দিয়া দান ।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই,
দেখাহ, সখি, রাখ মোর প্রাণ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণরূপ-বর্ণন ঃ—

কাঁহা সে চূড়ার ঠাম, শিখীপিঞ্ছের উড়ান,
নব-মেঘে যেন ইন্দ্রধনু ।
পীতাম্বর—তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা—বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি' শ্যামতনু ॥ ৩৯ ॥
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু—যেন আম্র-আঠা ।
নারী-মনে পশি' যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে—সেয়াকুলের কাঁটা ॥ ৪০ ॥
জিনিয়া তমাল-দ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি,
সে কান্তিতে জগৎ মাতায় ।
শৃঙ্গার রসসার ছানি', তাতে চন্দ্র-জ্যোৎস্না ছানি',
জানি' বিধি নিরমিলা তায় ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণকান্তি-বর্ণন ঃ—

কাঁহা সে মুরলীধ্বনি, নবাম্বুদ-গর্জ্জিত জিনি',
জগৎ আকর্ষে শ্রবণে যাহার ।
উঠি' ধায় ব্রজ-জন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি' পিয়ে কান্ত্যমৃত-ধার ॥ ৪২ ॥
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা মহৌষধি,
সখি, মোর তেঁহো সুহৃত্তম ।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন!!" ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কার (ময়ূরপুচ্ছের) দ্বারা (অলঙ্কৃতি বা অলঙ্কৃত কৃষ্ণই) বা কোথায়? সেই মন্দমুরলীধর (ধ্বনিকারী কৃষ্ণই) বা কোথায়? ইন্দ্রনীলমণি কৃষ্ণ বা ইন্দ্রদ্যুতি কোথায়? রাসরসে সেই নর্ত্তনকারীই বা কোথায়? আমার জীবনরক্ষার ঔষধি (স্বরূপ শ্যামই) বা কোথায়? আমার সেই সুহৃত্তম নিধিই বা কোথায়? হায়! হায়! বিধাতাকে ধিক্।

৩৬। নন্দের কুল—ক্ষীরসমুদ্রসদৃশ, তাহাতে পূর্ণচন্দ্ররূপী কৃষ্ণ উৎপন্ন হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন। যে ব্রজ-জনের নয়ন-চকোর-প্রাপ্য কৃষ্ণকান্তিরূপ অমৃত নিরন্তর পান করে, সেই জীবিত থাকে।

৩৬। উজোর—আলোকিত (উজ্জ্বল)।

অনুভাষ্য

নন্দঃ ক্ষীরসিন্ধুঃ ইব তৎতস্মিন্ কুলে জাতঃ চন্দ্রমাঃ নন্দবংশ-শশধরঃ) ক্ব (কুত্র বর্ত্ততে)? শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ (শিখিচন্দ্রকং ময়ূরপিচ্ছকম্ অলঙ্কৃতিঃ ভূষণং যস্য সঃ) ক্ব তিষ্ঠতি? মন্দমুরলী-রবঃ (মন্দঃ অনুচ্চঃ অস্ফুটঃ মুরলীরবঃ যস্য সঃ) ক্ব বর্ত্ততে? সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ (সুরেন্দ্র ইব ইন্দ্রনীলমণিরিব নীলা দ্যুতিঃ কান্তিঃ যস্য সঃ) ক্ব? রাসরসতাণ্ডবী (রাসে ক্রীড়ায়াং রসেন তাণ্ডবং নৃত্যং যস্য সঃ) ক্ব? জীবরক্ষৌষধিঃ (জীবস্য জীবনস্য রক্ষায়ৈঃ পরিত্রাণায় ঔষধিস্বরূপঃ যঃ সঃ) ক্ব? মম সুহৃত্তমঃ (পরম-প্রিয়তমঃ) নিধিঃ (সর্ব্বসম্পৎপ্রসূঃ) ক্ব? বত (খেদে) হা হন্ত, বিধিং (বিধাতারং) ধিক্।

৩৮। গোপীগণের কাম—অর্কতুল্য ; গোপীহৃদয়—কুমুদিনী-তুল্য ; কৃষ্ণকামতাপিত-গোপীহৃদয়—অর্ককিরণতপ্তকুমুদিনী-রূপ। 'নিজ'-শব্দে কৃষ্ণের 'কর' অর্থাৎ কিরণ, অথবা হস্ত, সেই অমৃততুল্য কিরণ অথবা পাণি-প্রদাতা কৃষ্ণচন্দ্র (চন্দ্রোপম কৃষ্ণ)।

৩৯। বকপাঁতি—বক-পঙ্‌ক্তি বা শ্রেণী।

৪০। আম্র-আঠা—আম্র-বৃক্ষের আঠা একবার কোথাও লাগিলে তাহা ছাড়ান কঠিন ; যে-স্থানে লাগে, তথায় ক্ষত-পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা।

৪২। নবাম্বুদ—নবীন মেঘ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৮। কামরূপ সূর্য্যোত্তপ্তকুমুদিনীরূপ ব্রজরমণীদিগকে নিজ করামৃত অর্থাৎ কিরণামৃত দিয়া।

৪০। 'তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা'—কৃষ্ণতনুকে সেয়া-কুলের কাঁটার সহিত তুলনা করা যায় ; তাহার ধর্ম্ম এই যে, তাহা একবার লাগিলে ছাড়ান দুষ্কর।

৪১। ছানি'—মিশাইয়া, (নিংড়াইয়া)।

৪৩। 'দেহ জীয়ে তাহা বিনে'—তাঁহাকে ছাড়িয়া দেহ যে এতক্ষণ জীবিত আছে (তজ্জন্য)।

বিধি-নিন্দা ঃ—

'যে-জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়',
বিধিপ্রতি উঠে ক্রোধ-শোক ।
বিধিরে করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেন ওলাহন,
পড়ি' ভাগবতের এক শ্লোক ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণবিরহ-সংঘটক বিধির নিন্দা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৯।১৭)—

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ ; চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

যথা রাগ—

"না জানিস্ প্রেম-মর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর-চেষ্টা—বালক-সমান ।
তোর যদি লাগ্ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
এমন যেন না করিস্ বিধান ॥ ৪৬ ॥
অরে বিধি, তুই বড়ই নিষ্ঠুর ।
অন্যোঽন্য দুর্ল্লভ জন, প্রেমে করাঞা সম্মিলন,
অকৃতার্থা কেনে করিস দূর ?? ৪৭ ॥ ধ্রু ॥
অরে বিধি অকরুণ, দেখাঞা কৃষ্ণানন,
নেত্র-মন লোভাইলা মোর ।
ক্ষণেকে করিতে পান, কাড়ি' নিলা অন্যস্থান,
পাপ কৈলি 'দত্ত-অপহার' ॥ ৪৮ ॥
'অক্রূর করে তোর দোষ, আমায় কেনে কর রোষ,'
ইহা যদি কহ 'দুরাচার' ।
তুই অক্রূর-মূর্ত্তি ধরি', কৃষ্ণ নিলি চুরি করি',
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥ ৪৯ ॥

আপনার দুরদৃষ্ট-ধিক্কার (চিত্রজল্প) ঃ—

আপনার কর্ম্মদোষ, তোরে কিবা করি রোষ,
তোর আমার সম্বন্ধ বিদূর ।
যে—আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিষ্ঠুর!! ৫০ ॥

কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়রোষপূর্ব্বক দোষারোপ ঃ—

সব ত্যজি' ভজি যাঁরে, সেই আপন-হাতে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয় ।
তাঁর লাগি' আমি মরি, উলটি' না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥ ৫১ ॥

পুনর্নিজাদৃষ্ট-ধিক্কার ঃ—

কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দ্দৈব-দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল ।
যে কৃষ্ণ—মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥" ৫২ ॥

গোপীভাবে দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভু ঃ—

এইমত গৌর-রায়, বিষাদে করে হায় হায়,
"হাহা কৃষ্ণ, তুমি গেলা কতি?"
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্যে বিলাপয়ে,
'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥' ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫। হে বিধাতঃ, তোমার দয়া নাই! মৈত্রী ও প্রণয়দ্বারা দেহিদিগকে সংযোগ করত অকৃতার্থ অবস্থাতেই তাহাদিগকে পুনরায় পৃথক্ করিয়া দেও। তোমার এইরূপ চেষ্টাগুলিকে শিশুচেষ্টার ন্যায় বলিতে হইবে।

৪৭। যাহাদের পরস্পর মিলন—দুর্ল্লভ, প্রেমের দ্বারা তাহাদের মিলন করাইয়া, মিলন করার যে তাৎপর্য্য, তাহা না হওয়ার পূর্ব্বেই পুনরায় পরস্পরকে কেন দূরে রাখ?

৪৯। 'ওহে দুরাচার বিধে, তুমি যদি একথা বল যে, 'অক্রূর দোষ করিয়াছে, আমার প্রতি কেন ক্রোধ কর?' তবে বলি।

৫০। বিদূর—অতি দূরে।

অনুভাষ্য

৪৩। কলানিধি—চতুঃষষ্টি কলার আধার ; পক্ষে, ষোড়শ-কলায় পূর্ণ ; বিড়ম্বন—ছলনা, প্রতারণা।

৪৬। কৃষ্ণগতপ্রাণা কৃষ্ণবল্লভা ব্রজগোপীগণ যখন শুনিলেন যে, শ্রীঅক্রূর রাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্যই ব্রজে আসিয়াছেন, তখন তাঁহারা কৃষ্ণের ভাবি-বিরহাশঙ্কায় অতিশয় শোক-কাতর হইয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতেছেন,—অহো (খেদে) বিধাতঃ, তব ক্বচিৎ দয়া ন [অস্তি, যতঃ] মৈত্র্যা (হিতাচরণেন) প্রণয়েন (স্নেহেন) দেহিনঃ (শরীরধারিণঃ জীবস্য) [অন্যোঽন্যান্] সংযোজ্য অকৃতার্থান্ (অপ্রাপ্তভোগান্ অপি) তান্ চ বিযুনঙ্ক্ষি (বিয়োগং বিঘটয়সি) ; তে (তব) বিচেষ্টিতং (কর্ম্ম) অর্ভক-চেষ্টিতং (মৌঢ্যাৎ বালকেহিতং) যথা (তথা) অপার্থকং (হেতুরহিতম্)।

৪৬। পরিশ্রম—সৃষ্টি-কার্য্যাদি।

৪৮। 'দত্ত-অপহার'—কোন দ্রব্য কাহাকেও দিয়া পুনরায় উহা কাড়িয়া লইলে দত্তাপহার হয় ; ইহা প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপের অন্যতম।

ভাবোপযোগি-গানদ্বারা প্রভুকে স্বরূপের আশ্বাসন ঃ—

তবে স্বরূপ রামরায়, করি' নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন ।
গায়েন মঙ্গলগীত, প্রভুর ফিরাইলা চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥ ৫৪ ॥

গম্ভীরায় প্রভুর শয়ন ঃ—

এইমত প্রলাপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল ।
গম্ভীরাতে স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে শোয়াইল ॥ ৫৫ ॥
প্রভুরে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে ।
স্বরূপ, গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে ॥ ৫৬ ॥

নামকীর্ত্তনে রাত্রিযাপন ঃ—

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু গরগর মন ।
নামসঙ্কীর্ত্তন করি' করেন জাগরণ ॥ ৫৭ ॥

প্রভুর মুখসংঘর্ষণরূপ দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা) ঃ—

বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা ।
গম্ভীরা-ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিলা ॥ ৫৮ ॥
মুখে, গণ্ডে, নাকে ক্ষত হইল অপার ।
ভাবাবেশে না জানেন প্রভু, পড়ে রক্তধার ॥ ৫৯ ॥
সর্ব্বরাত্রি করেন ভাবে মুখ সংঘর্ষণ ।
গোঁ-গোঁ শব্দ করেন,—স্বরূপ শুনিলা তখন ॥ ৬০ ॥

প্রভুকে স্বরূপের গৃহে আনয়ন ঃ—

দীপ জ্বালি' ঘর গেলা, দেখি' প্রভুর মুখ ।
স্বরূপ, গোবিন্দ দুঁহার হৈল বড় দুঃখ ॥ ৬১ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুর অবস্থা-জিজ্ঞাসা, প্রভুর উত্তর ঃ—

প্রভুরে শয্যাতে আনি' শয়ন করাইলা ।
"কাঁহে কৈলা এই তুমি?"—স্বরূপ পুছিলা ॥ ৬২ ॥
প্রভু কহেন,—"উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে ।
দ্বার চাহি' ফিরি শীঘ্র বাহির হইতে ॥ ৬৩ ॥
দ্বার নাহি পাঞা মুখ লাগে চারিভিতে ।
ক্ষয় হয়, রক্ত পড়ে, না পাই যাইতে ॥" ৬৪ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লক্ষণ ঃ—

উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন ।
যেই করে, যেই বোলে,—উন্মাদ-লক্ষণ ॥ ৬৫ ॥

ভক্তগণসহ যুক্তির পর স্বরূপের প্রভুপাদোপাধানরূপে শঙ্কর-পণ্ডিতকে নির্ব্বাচন ঃ—

স্বরূপ গোসাঞি তবে চিন্তা পাইলা মনে ।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈলা আর দিনে ॥ ৬৬ ॥
সব ভক্ত মেলি' তবে প্রভুরে সাধিল ।
শঙ্কর-পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥ ৬৭ ॥
প্রভু-পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন ।
প্রভু তাঁর উপর করেন পাদ প্রসারণ ॥ ৬৮ ॥

দ্বাপরযুগে বিদুরের সদৃশ শঙ্করের ভগবৎসেবা ঃ—

'প্রভু-পাদোপাধান' বলি' তাঁর নাম হইল ।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণপাদোপাধানরূপী বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়ের কীর্ত্তন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৩।৪)—

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপাধানম্ ।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ৭০ ॥

শঙ্করের প্রভু-সেবা ঃ—

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ।
ঘুমাঞা পড়েন, তৈছে করেন শয়ন ॥ ৭১ ॥
উঘাড়-অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায় ।
প্রভু উঠি' আপন- কাঁথা তাহারে জড়ায় ॥ ৭২ ॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র-চেতন ।
বসি' পাদ চাপি' করে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৭৩ ॥

তদুপস্থিতি-হেতু প্রভুর উন্মাদ-বিরাম ঃ—

তাঁর ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে ।
তাঁর ভয়ে নারেন ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে ॥ ৭৪ ॥

শ্রীরঘুনাথকর্ত্তৃক স্ব-কৃত গ্রন্থে প্রভুর উন্মাদদশা-বর্ণন ঃ—

এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস ।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭০। সহস্রশীর্ষপুরুষ কৃষ্ণের চরণোপাধানস্বরূপ বিনীত বিদুর যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন মৈত্রেয়মুনি ভগবৎ-কথায় আনন্দবশতঃ হৃষ্টরোম হইয়া বলিতে লাগিলেন।

৭২। উঘাড়-অঙ্গে—অনাবৃত-শরীরে।

অনুভাষ্য

৭০। মহাভাগবত মৈত্রেয় ঋষির নিকট মহাত্মা বিদুর হরিভক্তশ্রেষ্ঠ স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার কার্য্যকলাপ জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বিদুরের প্রশ্নোত্তরে মৈত্রেয়-কর্ত্তৃক হরিকথা-কীর্ত্তন বর্ণন করিতেছেন,—

(শ্রীশুক উবাচ,—) ভগবৎকথায়াং (শ্রীহরিগুণানুবর্ণনে) প্রণীয়মানঃ (বিদুরেণ প্রবর্ত্তমানঃ) প্রহৃষ্টরোমা (প্রহৃষ্টানি রোমাণি যস্য সঃ) মুনিঃ (মৈত্রেয়ঃ) ইতি ব্রুবাণং পৃচ্ছন্তং সহস্রশীর্ষ্ণঃ (সহস্রশীর্ষা শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য) চরণোপাধানং (চরণৌ উপাধীয়েতে যস্মিন্ তং—শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীত্যা যস্যোৎসঙ্গে চরণৌ প্রসারয়-

কৃষ্ণবিরহে প্রলাপোন্মাদময় প্রভু ঃ—

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৬)—

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ ।
দধদ্‌ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭৬ ॥

বিপ্রলম্ভ-প্রেমরসাস্বাদক প্রভু ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে ।
প্রেমসিন্ধু-মগ্ন রহে, কভু ডুবে, ভাসে ॥ ৭৭ ॥

একদিন জগন্নাথবল্লভোদ্যানে প্রভুর মহাভাবাবেশে দশপ্রকার চিত্রজল্প-বর্ণন ঃ—

এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী-দিনে ।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥ ৭৮ ॥
'জগন্নাথবল্লভ' নাম উদ্যান-প্রধানে ।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ৭৯ ॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী—যেন বৃন্দাবন ।
শুক, শারী, পিক, ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥ ৮০ ॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়-পবন ।
'গুরু' হঞা তরুলতায় শিখায় নাচন ॥ ৮১ ॥
পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল ।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥ ৮২ ॥
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান ।
দেখি' আনন্দিত হৈলা গৌর ভগবান্ ॥ ৮৩ ॥
"ললিত লবঙ্গলতা" পদ গাওয়াঞা ।
নৃত্য করি' বুলেন প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ৮৪ ॥
প্রতিবৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
অশোকের তলে কৃষ্ণে দেখেন আচম্বিতে ॥ ৮৫ ॥
কৃষ্ণ দেখি' মহাপ্রভু ধাঞা চলিলা ।
আগে দেখি' হাসি' কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলা ॥ ৮৬ ॥
আগে পাইলা কৃষ্ণে, তাঁরে পুনঃ হারাঞা ।
ভূমেতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হঞা ॥ ৮৭ ॥
কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে ভরিছে উদ্যানে ।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতনে ॥ ৮৮ ॥
নিরন্তর নাসায় পশে কৃষ্ণ-পরিমল ।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর চিত্রজল্প ঃ—

কৃষ্ণগন্ধ-লুব্ধা রাধা সখীরে যে কহিলা ।
সেই শ্লোক পড়ি' প্রভু অর্থ করিলা ॥ ৯০ ॥

কৃষ্ণগন্ধাকৃষ্টা শ্রীরাধার উক্তি ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৬) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধিকা-বাক্য—

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্ ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ-মাধুর্য্যবল-বর্ণন ঃ—

যথা রাগ—

"কস্তুরিকা-নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি' কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ ।
ব্যাপে চৌদ্দ-ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥ ৯২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। নিজের অসংখ্য প্রাণসদৃশ ব্রজবিরহক্রমে প্রলাপোন্মাদ জন্মিলে সর্ব্বদা সেই চেষ্টা অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বিকলবুদ্ধি গৌরচন্দ্র অনুদিন স্বীয় চন্দ্রবদন ভিত্তিতে ঘর্ষণপূর্ব্বক ক্ষতোত্থ রুধির ধারণ করিতেন। এবম্বিধ গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মাদিত করিতেছেন।

৯১। যিনি মৃগমদজয়ী স্বীয় বপুগন্ধের ঊর্ম্মিদ্বারা স্ত্রীগণের চিত্ত আকৃষ্ট করেন, যিনি নিজের অষ্ট অঙ্গে অষ্টপদ্মযুক্ত এবং কর্পূরযুক্ত পদ্মগন্ধ প্রচার করেন, এবং যিনি—মৃগনাভি-কর্পূর-চন্দন-অগুরু-সুগন্ধদ্বারা চর্চ্চিত, হে সখি, সেই মদনমোহন আমার নাসাস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

অনুভাষ্য

তীত্যর্থঃ) বিনীতং (বিনয়ান্বিতম্) বিদুরম্ অভ্যচষ্ট (অভ্যভাষত)।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের গৃহে আসিয়া তৎ-ক্রোড়ে পদযুগল স্থাপনপূর্ব্বক নিদ্রা গিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (সারার্থ-দর্শিনী টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭৬। স্বকীয়স্য (আত্মনঃ) প্রাণার্ব্বুদসদৃশ-গোষ্ঠস্য (প্রাণার্ব্বুদ-সদৃশস্য অসংখ্যপ্রাণতুল্যস্য গোষ্ঠস্য ব্রজস্য) বিরহাৎ (উন্মাদাৎ দিব্যোন্মাদাৎ হেতোঃ) সততং (নিরন্তরম্) অতিপ্রলাপান্ কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ (ব্যগ্রমতিঃ সন্) ভিত্তৌ শশ্বৎ (নিরন্তরং) বদনবিধুঘর্ষেণ (মুখচন্দ্রসঙ্ঘর্ষণেন) ক্ষতোত্থং রুধিরং দধৎ (ধারয়ন্) গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি।

৮১। মলয়পবন স্বয়ং পুষ্প-গন্ধবহ হইয়া আবার নটনগুরু (নৃত্যশিক্ষক)-রূপে বৃক্ষ-লতাকে নৃত্য-শিক্ষা প্রদান করিতেছিল।

৯১। হে সখি, কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ (মৃগমদকস্তুরিকাবিজয়িবপুষঃ অঙ্গস্য সুগন্ধপ্রবাহেণ কৃষ্টা আকৃষ্টা অঙ্গনা ব্রজাঙ্গনা যেন সঃ) স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে (স্বকানাং অঙ্গ-নলিনানাং নিজাঙ্গপদ্মনাম্ অষ্টকে মুখনাভিনেত্রদ্বয়করদ্বয়পদযুগ-

গোপীবশকারক কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ ঃ—

সখি হে, কৃষ্ণগন্ধ জগৎ মাতায় ।
নারীর নাসাতে পশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বসে,
কৃষ্ণপাশ ধরি' লঞা যায় ॥ ৯৩ ॥ ধ্রু ॥

পদ্মসদৃশ কৃষ্ণাঙ্গসমূহের গন্ধমাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

নেত্র, নাভি, বদন, কর-যুগ-চরণ,
এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে ।
কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম-সঙ্গে ॥ ৯৪ ॥

হেম-কীলিত চন্দন, তাহা করে ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু, কুঙ্কুম, কস্তুরী ।
কর্পূর-সনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্বঅঙ্গের গন্ধ সঙ্গে,
মিলি' তারে যেন কৈল চুরি ॥ ৯৫ ॥

গোপীচিত্তোন্মাদী কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ ঃ—

হরে নারীর তনু-মন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবি, ছুটায় কেশবন্ধ ।
করিয়া আগে বাউরী, নাচায় জগৎ-নারী,
হেন ডাকাতিয়া কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ ॥ ৯৬ ॥

কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ-আস্বাদনার্ত্ত গোপীচিত্ত ঃ—

সেই গন্ধবশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায়, কভু নাহি পায় ।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিঙ পিঙ তবু করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি' যায় ॥ ৯৭ ॥

চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

মদনমোহন-নাট, পসারি চাঁদের হাট,
জগন্নারী-গ্রাহকে লোভায় ।
বিনা-মূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায় ॥" ৯৮ ॥

প্রভুর উন্মাদাবস্থা ঃ—

এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি-উতি ধায় ।
যায় বৃক্ষলতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায় ॥ ৯৯ ॥

স্বরূপ ও রায়ের চেষ্টায় প্রভুর বাহ্যদশায় আগমন ঃ—

স্বরূপ-রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে, সুখ পায়,
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল ।
স্বরূপ-রামানন্দরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল ॥ ১০০ ॥

প্রভুর মাতৃভক্তি-প্রদর্শন, কৃষ্ণবিরহে উদ্‌ঘূর্ণা-
চিত্রজল্প বর্ণিত ঃ—

মাতৃভক্তি, প্রলাপন, ভিত্ত্যে মুখ-ঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধ-স্ফূর্ত্ত্যে দিব্যনৃত্য ।
এই চারিলীলা-ভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞি-ভৃত্য ॥ ১০১ ॥

এইমত মহাপ্রভু পাঞা চেতন ।
স্নান করি' কৈল জগন্নাথ-দরশন ॥ ১০২ ॥

অপ্রাকৃত অধোক্ষজ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণলীলা—অক্ষজ-
জ্ঞানী জড়-বিদ্যা-মত্ত পণ্ডিতাভিমানী
তর্কপন্থীর অগম্যা ঃ—

অলৌকিক কৃষ্ণলীলা, দিব্য শক্তি তার ।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার ॥ ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৫। হেমকীলিত—স্বর্ণনিবদ্ধ ; চুরি—গোপন, (আচ্ছাদন)।

৯৬। বাউরী—উন্মত্তা।

১০১। 'কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞি-ভৃত্য'—এই পদ্য পাঠ করিয়া অনেকের মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—রূপ-গোস্বামীর মন্ত্র-শিষ্য। কিন্তু অন্যান্য স্থান পাঠ করিলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর। এস্থলে শ্রীরূপকৃত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর শিক্ষা অবলম্বন করিয়া রস বিস্তার করিতেছেন বলিয়া, শ্রীল কবিরাজ-প্রভু শ্রীরূপের কেবলমাত্র নাম লইয়া থাকিতে পারেন ; অথবা গোস্বামিভৃত্য কৃষ্ণদাসরূপ এই লেখক এই পদ্য রচনা করিলেন,—এ অর্থও হইতে পারে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

কমলাষ্টকে) শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ (কর্পূরযুতস্য পদ্মগন্ধস্য প্রথা বিস্তারো যস্মিন্ সঃ) মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধচর্চ্চার্চ্চিতঃ (কস্তুরী-কর্পূরশুভ্রচন্দনানাং সুগন্ধচর্চ্চাভিঃ অর্চ্চিতঃ বিলেপিতঃ সঃ) মদনমোহনঃ মে (মম) নাসাস্পৃহাং তনোতি (বর্দ্ধয়তি)।

৯৪। দুইচক্ষু, নাভি, মুখ, দুই হস্ত, দুই পদ,—এই অষ্টাঙ্গ।

৯৫। চর্চ্চা—লেপন ; পাঠান্তরে—'মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি' ও 'কামদেবের মন কৈল চুরি'।

৯৮। 'জগন্নারী-গ্রাহকে লোভ—জগতে ব্রজনারী-গোপী-গণকে ক্রেতারূপে প্রলোভিত করায়।

এই প্রেম সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেহ তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥ ১০৪ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৪।১৭)—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ১০৫ ॥

অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত প্রভুর অধোক্ষজ-লীলায় বিশ্বাস সংস্থাপনার্থ অনুরোধ ঃ—

অলৌকিক প্রভুর 'চেষ্টা', 'প্রলাপ' শুনিয়া।
তর্ক না করিহ, শুন, বিশ্বাস করিয়া ॥ ১০৬ ॥

ভ্রমরগীতায় শ্রীরাধার প্রলাপ ও মহিষীগণের গীতে দশপ্রকার চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রলাপ 'ভ্রমর-গীতা'তে ॥ ১০৭ ॥

অনুভাষ্য

১০৫। মধ্য ২৩শ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৭। (ক) 'শ্রীরাধার প্রলাপ ভ্রমর-গীতাতে'—ভাঃ ১০ম স্কঃ, ৪৭ অঃ, ১২-২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ; যথা—

"মধুপ কিতব-বন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ কুচবিলুলিত-মালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ। বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্।। ১।।"

উদ্ধবের আগমনে ব্রজে ব্রজবালা। কৃষ্ণকথা গাহি' কাঁদি' ত্যজে অশ্রুমালা।। সেইকালে গোপী এক ভৃঙ্গে লক্ষ্য করি'। উদ্ধবেরে 'দূত'জ্ঞানে বলে প্রিয় স্মরি'।। গোপী কহে,—হে ভ্রমর, তুমি ধূর্ত্তমিত্র। পদস্পর্শ-কার্য্য তব বড়ই বিচিত্র।। তব নমস্কারে কভু না হব প্রসন্ন। তব শ্মশ্রুপ্রান্তে দেখি কুঙ্কুমের চিহ্ন।। সপত্নীর বক্ষোদ্বয়ে কৃষ্ণ-বনমালা। মর্দ্দিত-কুঙ্কুম দেখি' হয় মম জ্বালা।। মানিনীর প্রসন্নতা-সংগ্রহে মাধব। ব্যস্ত আছে সেই কার্য্যে মাথুর-বান্ধব।। ব্রজজনে যার কভু নাই প্রয়োজন। গোপীতুষ্টি-তরে তাঁর নাহিক কারণ।। তুমি—যদুপতি-দূত, তোমার কি কায? তোমা' তরে সভামধ্যে কৃষ্ণ পাবে লাজ।। ১।।

"সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্। পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ।।" ২।।

গোপীস্থানে করে কৃষ্ণ কিবা অপরাধ? যাহা লাগি গোপী-চিত্তে হয় এই বাধ?? হেতু শুন,—কৃষ্ণচন্দ্র স্বকীয় মোহিনী। অধরের সুধা পান করাইয়া যিনি।। সদ্য ত্যাগ করি' হরি' গোপীকার মন। যেরূপ তোমার মত অর্ব্বাচীন জন।। সুকুসুম ত্যাগ করি' যায় অন্য-মনে। তদ্রূপ কৃষ্ণের কার্য্য আমাদের সনে।। অচতুরা পদ্মা কৃষ্ণপাদপদ্ম কেন। ত্যাগ নাহি করি' এবে যতনে সেবেন?? কৃষ্ণ-মিথ্যাবাক্যে পদ্মা ক'রেছে প্রত্যয়। পদ্মাসম অবিদগ্ধা গোপী কভু নয়।। ২।।

"কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনামধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্। বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ ক্ষয়িতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ।।" ৩ ।।

গোপীতুষ্টি-হেতু ভৃঙ্গ করে কৃষ্ণগান। এই বুঝি' কহে গোপী শুনিয়া সুতান।। শুন হে ভ্রমর, কৃষ্ণ—ভবনরহিত। যদুপতি আমাদের চিরপরিচিত।। শুনিয়াছি তার কথা মোরা বহুবার। তাঁরে জানিয়াছি, গান শুনিব না আর।। কৃষ্ণ-নিজপ্রিয় জন যাঁহারা এখন। তাঁদের নিকটে গিয়া করহ গায়ন।। কৃষ্ণ-আলিঙ্গন যাঁরা লভেছে সুমতি। বক্ষোরোগ হ'তে মুক্ত কৃষ্ণপ্রেমবতী।। সেই ধনী প্রিয়বরা তব কৃষ্ণগান। শুনিয়া আদর করি' দিবে তব মান।। ৩।।

"দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ কপটরুচির-হাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ। চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্ব্বয়ং কা অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ।।" ৪।।

হে মধুপ, কৃষ্ণচন্দ্র গোপীকে স্মরিয়া। অনঙ্গ-বেদনাখিন্ন ব্যাকুল হইয়া।। পাঠায়েছে দূতরূপে মম তুষ্টি তরে। বলিও না এই কথা আমার গোচরে।। স্বরগ-মরত-তলে আছে যত নারী। সবেই কৃষ্ণের প্রাপ্য, তা বলিতে পারি।। কপট রুচির হাস্য কৃষ্ণের ভ্রূদ্বয়। বিরাজিত দেখি' লক্ষ্মী সদাই সেবয়।। লক্ষ্মীদেবী-তুলনায় আমরা—সামান্য। কপট হ'লেও কৃষ্ণ সহসা বদান্য।। বোলো তাঁরে, দীনপ্রতি অনুগ্রহ যাঁর। 'উত্তমঃশ্লোকাখ্য'-শব্দে পরিচয় তাঁর।। ৪।।

"বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈরনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ। স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্।।" ৫।।

ভ্রমরে দেখিয়া গোপী নিজ-পাদমূলে। ক্ষমাইছে অপরাধ পশি' পদাঙ্গুলে।। ত্যজ' শির পদ হ'তে ভ্রমর কুশল। মুকুন্দ কি শিখায়েছে, মোরে তাহা বল।। মিষ্টবাক্য-প্রার্থনায় আর দৌত্য-ধর্ম্মে। চতুরতা আছে, ভৃঙ্গ, জানিলাম মর্ম্মে।। মুকুন্দের অপরাধ কিবা আছে বল? বলিও না এই কথা, তুমি ভৃঙ্গ-খল।। পতিপুত্র ছাড়ি' আর পরলোক-ধর্ম্ম। কৃষ্ণসেবা বিনা মোর নাহি কোন কর্ম্ম।। অসংযত-চিত্ত কৃষ্ণ অনায়াসে ভুলি'। কায নাই কথা তার, সন্ধান না তুলি।। ৫।।

"মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্। বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্যস্তদল-মসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ।।" ৬।।

নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর মহামহা-অক্ষজজ্ঞানী পণ্ডিতম্মন্য জড়বিদ্যা-মত্তেরও অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরস-বোধে অসামর্থ্য ঃ—

মহিষীর গীত যেন 'দশমে'র শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থবিশেষে ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণ-পূর্ব্বজন্মকথা যবে উঠে মনে। ওহে ভৃঙ্গ, ভয় হয় গোপিকার গণে।। রাম-অবতারে যবে ব্যাধবৎ হরি। অবিচারে ক্রূর হই' বালি বধ করি'।। কামপরা শূর্পণখা যবে রাম-স্থানে। যায়, তবে সীতা-বাধ্য কাটে নাক-কাণে।। বলিরাজ হ'তে হরি বামনমূর্ত্তিতে। পূজা-উপহার লভি' তাহাকে বঞ্চিতে।। কাকবৎ বান্ধিলেন সেই গুণধর। তার সহ সখ্য ভাল নয়, হে ভ্রমর।। তার কথারূপ অর্থ সুদুস্ত্যজ জানি'। সে-কারণে ত্যাগ-কার্য্যে বলহীন মানি।। ৬।।

"যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্‌সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি।।" ৭।।

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-লতা-ত্রিবর্গ-নাশিনী। কৃষ্ণকথা এত বল ধরে মোরা জানি।। কৃষ্ণলীলামৃতকণ কর্ণে পান করি'। রাগদ্বেষমুক্ত-ধর্ম্মী সর্ব্ব পরিহরি'।। ভোগহীন পক্ষিতুল্য ভিক্ষাজীবি-জন। দুঃখময় গৃহ আর কুটুম্ব-ভবন।। সহসা সকল ত্যজি' সর্ব্বতো-ভাবেতে। উচিত হইলেও মোরা অসমর্থ তাতে।। ৭।।

"বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানা কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ দদৃশুরসকৃদেতৎ তন্নখস্পর্শতীব্রস্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তাঃ।।" ৮।।

ওহে দূত, মূঢ়পক্ষী ব্যাধের সঙ্গীতে। যেরূপ বিশ্বাস করি' বাণ-বিদ্ধ-চিতে।। ক্লেশ ভোগ করে যথা,আমরা তেমন। কৃষ্ণকথা বিশ্বাসিয়া পেয়েছি বেদন।। কৃষ্ণনখস্পর্শে পীড়া সুতীব্র মদন। জারিতেছে মোরে, বল অপর বচন।। ৮।।

"প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ। নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে।।" ৯।।

এই সব কথা শুনি' ভ্রমরে ফিরিতে। দেখিয়া গোপিকা কহে বিচারিয়া চিতে।। তুমি—প্রিয়কৃষ্ণ-সখা, কৃষ্ণের আজ্ঞায়। তথা হ'তে আসিয়াছ এথা পুনরায়।। তুমি তবে পূজনীয় মম, দূতবর। প্রার্থনা বলহ মোরে,—কিবা ইচ্ছা ধর।। শ্রীকৃষ্ণ যুগল-ভাব কভু না ছাড়িবে। গোপিকায় তুমি এবে কেন বা লইবে?? শ্রীকৃষ্ণের বধূ লক্ষ্মী প্রভুবক্ষে রহি'। সতত সেবিছে এবে, তব পাশে কহি।। ৯।।

"অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধূংশ্চ গোপান্। ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু।।" ১০।।

গুরু (নিত্যানন্দ)-গৌরাঙ্গ-সেবকের কৃপাবলেই প্রভুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভলীলায় বিশ্বাসোদয় ঃ—

মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ, দোঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করেন, তার হয় ইথে বিশ্বাস ॥ ১০৯ ॥

অনুভাষ্য

'সৌম্য' সম্বোধিয়া বলে গোপী হর্ষভরে। গুরুকুল হ'তে এবে মথুরা-নগরে।। সুখে বসে আর্য্যপুত্র ভুলি' ব্রজাঙ্গনা। পিতার আবাস-কথা মনে কি পড়ে না?? কিঙ্করী ছিলাম মোরা, আমাদের কথা। মুখে আনে কভু কিবা ভুলিয়া সর্ব্বথা?? ক্ষেমাস্পদ মোরে জানি' কবে পরশিবে? অগুরু-সুগন্ধি-কর গোপীশিরে দিবে??১০।।

১০৮। (খ) মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে,—ভাঃ ১০ম স্কঃ, ৯০ অঃ, ১৫-২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ; যথা—

'কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ। বয়মিব সখি ক্বচিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা নলিন-নয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন।।" ১।।

জলক্রীড়া সমাপিয়া, কৃষ্ণচিন্তা-পর হিয়া, চিন্তামগ্ন মহিষীর গণ। হে সখি কুররি, এবে, নিশায় নিদ্রিত দেবে, মোরা করি' কৃষ্ণে জাগরণ।। তাঁর নিদ্রাসুখ-ভঙ্গ, আমাদের দেখি' রঙ্গ, তুমি করিতেছ বিলাপন। নাই কেন নিদ্রা তোর, কৃষ্ণচিন্তা সুবিভোর, কিবা বিঁধিয়াছে হাস্যেক্ষণ?? কৃষ্ণের মধুর স্মিত, কৃষ্ণদৃষ্টিবিদ্ধ-চিত, মহিষীগণের ভাবচয়। আমাদের মত তব, অবস্থা ঘটেছে সব, মহিষীর ততি তারে কয়।। ১।।

"নেত্রে নিমীলয়সি নক্তমদৃষ্টবন্ধুস্ত্বং রোরবীষি করুণং বত চক্রবাকি। দাস্যং গতা বয়মিবাচ্যুতপাদজুষ্টাং কিংবা স্রজং স্পৃহয়সে কবরেণ বোঢুম্।।" ২।।

রাত্রে বন্ধু না দেখিয়া, চক্ষুর্দ্দ্বয় না মেলিয়া, চক্রবাকি, তুমি দুঃখভরে। কারুণ্যে রোদন কর, কিবা তুমি কিবা স্মর, স্পৃহা কর ধরিবার তরে।। অচ্যুতচরণজুষ্ট, মহিষী যাহাতে তুষ্ট, সেই মালা শিরেতে ধরিতে। রোদন-কারণ তব, স্পষ্ট করি' কহ সব, চক্রবাকি, মহিষী বুঝিতে।। ২।।

"ভো ভোঃ সদা নিষ্টনসে উদন্বন্নলব্ধনিদ্রোঽধিগতপ্রজাগরঃ। কিম্বা মুকুন্দাপহৃতাত্মলাঞ্ছনঃ প্রাপ্তাং দশাং তঞ্চ গতো দুরত্যয়াম্।।"৩।।

জলনিধে, রাত্রিকালে, না লিখেছে তব ভালে, নিরন্তর নিদ্রা-সুখসঙ্গ। জাগিয়া রোদন-কর্ম্ম, পাইয়াছ এইধর্ম্ম, আমাদের মত চিত্তভঙ্গ।। কুঙ্কুমাদি-চিহ্ন-নাশ, মুকুন্দের সুপ্রয়াস, মহিষীবৃন্দের প্রতি যথা। পাইয়া সে ব্যবহার, সমদশা কি তোমার, জলধি কি লভিয়াছ তথা?? ৩।।

"ত্বং যক্ষ্মণা বলবতা নিগৃহীত ইন্দো ক্ষীণস্তমো ন নিজদীধি-

প্রভুর কৃষ্ণবিরহজ বিপ্রলম্ভভাবানুসরণেই অনর্থনিবৃত্তি ও কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, শুনিতে মহাসুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি সকল-দুঃখ ॥ ১১০ ॥

নিত্য নবনবায়মান হৃৎকর্ণরসায়ন চৈতন্যলীলামৃত ঃ—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ ॥ ১১১ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
বিরহ-প্রলাপ-মুখ-সঙ্ঘর্ষণাদিবর্ণনং
নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

তিভিঃ ক্ষিণোষি। কচ্চিন্মুকুন্দগদিতানি যথা বয়ং ত্বং বিস্মৃত্য ভোঃ স্থগিতগীরুপলক্ষ্যসে নঃ।।" ৪।।

অতিশয় যক্ষ্মাক্রান্ত, অশক্ত নাশিতে ধ্বান্ত, শশধর স্বীয় কান্তিবলে। কিবা কৃষ্ণ-গানে ভ্রান্ত, বাক্য-ব্যয়ে রহ ক্ষান্ত, দেখি' মোরা আমাদের দলে।। ৪।।

"কিং ত্বাচরিতমস্মাভির্ম্মলয়ানিল তেঽপ্রিয়ম্। গোবিন্দাপাঙ্গ-নির্ভিন্নে হৃদীরয়সি নঃ স্মরম্।।" ৫।।

আমাদের আচরণ, অনুচিত কি এমন, শুন, হে মলয়-সমীরণ। গোবিন্দকটাক্ষবিদ্ধ, কন্দর্প-প্রেরণে সিদ্ধ, প্রতিশোধ-গ্রহণ-কারণ।। ৫।।

"মেঘ শ্রীমংস্ত্বমসি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনং শ্রীবৎসাঙ্কং বয়-মিব ভবান্ ধ্যায়তি প্রেমবদ্ধঃ। অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়োঽস্মদ্বিধো বাষ্পধারাঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা বিসৃজসি মুহুর্দুঃখদস্তৎপ্রসঙ্গঃ।।" ৬।।

শুন, মেঘ, কৃষ্ণমিত্র, চিন্তিছ শ্রীবৎস-চিত্র, প্রেমবদ্ধ মহিষীর ন্যায়। কৃষ্ণসঙ্গ ধ্যান করি', উৎকণ্ঠায় দুঃখে মরি', সিঞ্চিতেছ বাষ্পধারা-প্রায়।। ৬।।

"প্রিয়রাবপদানি ভাষসে মৃতসঞ্জীবিকয়ানয়া গিরা। করবাণি কিমদ্য তে প্রিয়ং বদ মে বল্গিতকণ্ঠ কোকিল।।" ৭।।

সুকণ্ঠ কোকিল, শুন, অনুকারে সুনিপুণ, মৃতসঞ্জীবনী তব কথা। তব প্রিয়-আচরণ, মহিষীর সুকরণ, সেইরূপ সাধি, বল তথা।। ৭।।

" ন চলসি ন বদস্যুরদারবুদ্ধে ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্। অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্ত্তুম্।।"৮।।

উদারধী ক্ষিতিধর, অচঞ্চল মৌনবর, মহদর্থ-চিন্তায় মগন। তুমি আমাদের মত, হৃদয়ে রাখিতে ব্রত, বসুদেব-তনয়-চরণ।।৮।।

"শুষ্যদ্ধ্রদাঃ করশিতা বত সিন্ধুপত্ন্যঃ সম্প্রত্যপাস্তকমলশ্রিয় ইষ্টভর্ত্তুঃ। যদ্বদ্বয়ং মধুপতেঃ প্রণয়াবলোকমপ্রাপ্য মুষ্টহৃদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম।।" ৯।।

সিন্ধুপত্নী নদী সব, শুষ্কনীর দেখি' তব, অরবিন্দ-শোভা নাই আর। কৃশাঙ্গ হয়েছে তারা, নিদাঘে আনন্দ-হারা, সিন্ধুসুখ করে না বিস্তার।। মহিষীসকল দীনা, শুষ্কচিত্ত তনুক্ষীণা, মধুপতি—প্রণয়-রহিত। তোমরা কি সেইমত, তোয়হীন শোভা-হত, তাঁর প্রেমদৃষ্টি-বিবর্জ্জিত ?? ৯।।

"হংস স্বাগতমাস্যতাং পিব পয়ো ব্রূহ্যঙ্গ শৌরেঃ কথাং দূতং ত্বাং নু বিদাম কচ্চিদর্জিতঃ স্বস্ত্যাস্ত উক্তং পুরা। কিং বা নশ্চল-সৌহৃদঃ স্মরতি তং কস্মাদ্ভজামো বয়ং ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং শ্রিয়মৃতে সৈবৈকনিষ্ঠা স্ত্রিয়াম্।।" ১০।।

সুখে আসিয়াছ, হংস, এস সমাদরি। কৃষ্ণের সন্দেশ বল, দুগ্ধ পান করি'।। 'কৃষ্ণদূত' বলি' তোমা মোরা সদা জানি। হরি কিছু আমাদের বলিয়াছে বাণী ?? সুখে ত' আছেন কৃষ্ণ?—জানিবারে চাই। আমাদের কথা কি তাঁর মনে কিছু নাই ?? একা লক্ষ্মী সেবে তাঁরে, আমরা—কিঙ্করী। অ-কামদ-বাক্যব্যয়ি-জনে কিসে বরি ??

ইতি অনুভাষ্যে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—দৈন্যোদ্বেগাদি-উৎকণ্ঠার সহিত শিক্ষাষ্টকের আস্বাদনে স্বরূপ-রামানন্দের সহিত মহাপ্রভু রাত্রি যাপন করিতেন। সময়ে সময়ে প্রভু (জয়দেব-কৃত) শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীমদ্ভাগবত, (শ্রীরায়-রামানন্দ-কৃত) শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটক, (শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত) শ্রীকর্ণামৃত হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইতেন,—ইত্যাদি এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

এইপ্রকারে দ্বাদশ বৎসর রসাস্বাদনপূর্ব্বক ৪৮ বৎসর বয়সে শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলা সমাপ্ত করেন বলিয়া গ্রন্থকার আভাস দিয়াছেন। অতঃপর তিনি অন্ত্যলীলার বিবরণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)